

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে

স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা

বাস্তবতা, সতর্কবার্তা, দালিলিক ব্যাখ্যা

বই : স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা
লেখক : মাহমুদ বিন নূর
প্রকাশনায় : রাইয়ান প্রকাশন



২ স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা

কুরআন-সূন্যাহ'র আলোকে

স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা

বাস্তবতা, সতর্কবার্তা, দালিলিক ব্যাখ্যা

মাহমুদ বিন নূর

রাইয়ান
প্রকাশন

স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা

কুরআন সূরাহ'র আলোকে

স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা

বাস্তবতা, সতর্কবার্তা, দালিলিক ব্যাখ্যা

প্রথম প্রকাশ

জুন ২০২২

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

ইমেইল

raiyaanprokashon@gmail.com

প্রচ্ছদ

আহমাদুল্লাহ ইকরাম

অঙ্গসজ্জা

সাবেত চৌধুরী

মুদ্রিত মূল্য

২০০/- টাকা

SHOPNO O SHOPNOR BEKKHA

Published by : Raiyaan Prokashon

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহ'র স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরিউক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

ISBN: 978-984-98034-8-5

লেখকের কথা

আমরা স্বপ্ন দেখি, আর এই স্বপ্ন নিয়ে আমাদের কৌতূহল অনেক। স্বপ্নের বাস্তবতা, স্বপ্নের এপিঠ-ওপিঠ ও স্বপ্ন বিষয়ক বিস্তার কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রবল। আমি দেখেছি, অনেকেই অনেক সময় স্বপ্ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের দিকে ছুড়ে দেয়। ক্ষেত্রবিশেষ সেই প্রশ্নগুলো হয়তো স্বপ্নের এপিঠ-ওপিঠের সাথে সম্পর্কিত; অথবা তার ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট কিছু দিনশেষে, প্রশ্নগুলো হয় স্বপ্ন নিয়েই।

এ ছাড়া, অনেক সময় অনেককে স্বপ্ন বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে নানান ভুল পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়। যেমন: যত্রতত্র স্বপ্নের কথা আলোচনা করা, নিজে নিজে ব্যাখ্যা করা, স্বপ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা করা, স্বপ্নের বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। পাশাপাশি, ধারণা ও অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও স্বপ্নের মত এত জটিল বিষয়েও অনেককে কথা বলতে দেখা; ব্যাখ্যা করতে দেখা। ইত্যাদি সকল বিষয় মাথায় রেখে ও অনেকের প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি রেখেই আল্লাহ তাআলা'র তাওফিকে 'স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা' প্রসঙ্গে লিখতে শুরু করি। অবশেষে, রবেব কারিমের অশেষ রহমতে তা সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

আশা করি বইটি পড়ে সকলের ফায়দা হবে, ইন শা আল্লাহ। তবে, একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি, আর তা হলো—এই গ্রন্থটি মৌলিকভাবে কোনো ব্যাখ্যা'র বই নয়; এখানে বইয়ের প্রথমাংশে কেবল স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ক নানান আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষাংশে ধারণা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, সেই ব্যাখ্যাগুলোও নেওয়া হয়েছে, আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ইঙ্গিতের আলোকে এবং হাদীসে নববির আলোকে। আর এই ব্যাখ্যাগুলো সুপ্রসিদ্ধ ও বটে। কেননা, এই ব্যাখ্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, জগদ্বিখ্যাত মুয়াক্বিবরিনে কেলামগণ (ব্যাখ্যাকারকগণ)। এ ছাড়া, এই ব্যাখ্যাগুলো আমার ইজতেহাদি ব্যাখ্যা নয়; এগুলো আমি কুরআনের বিভিন্ন তাফসির, হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ যেমন: 'ফাতহুল বারী' ও 'ফয়যুল হাদি' ও স্বপ্ন বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ কিতাব থেকে নকল করেছি মাত্র। সেই কিতাবগুলোর মধ্য

থেকে উল্লেখযোগ্য কয়টি হলো—“তাফসিরুল আহলাম”, “আল কাওয়াইদুল হুসনা ফি-তাবীলির রুইয়া”, “আল-মারকাবাতুল উলইয়া ফি-তাবীলির রুইয়া”, “আর-রুইয়া ওমা এতায়াল্লাকু বিহা”—ইত্যাদি।

সবাই দুআ করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন বইটি কবুল করে নেন এবং আমি গুনাহগারের ভুল-ত্রুটি মার্ফ করে আমার খেদমতগুলো কবুল করে নেন, আমিন।

আরেকটি কথা—বইয়ের কোন অংশে যদি ভুল-ত্রুটি ও অসংগতিপূর্ণ কোনো কিছু পরিলক্ষিত হয়, তবে অবশ্যই আমাদের অবগত করবেন। ইন শা আল্লাহ, পরবর্তী মুদ্রণে তা ঠিক করা হবে।

মাও. মাহমুদ বিন নূর

লেখক, সম্পাদক, উদ্যোক্তা

mahmud754325@gmail.com

০১/০৬/২০২২

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বপ্ন কী?	১৪
স্বপ্নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	১৬
ভালো ও খারাপ স্বপ্ন	১৯
স্বপ্ন তো বুলন্ত	২৩
স্বপ্ন ও বাস্তবতা	২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাবীরের (ব্যাখ্যা'র) এপিঠ-ওপিঠ	৩০
তাবীরের মূলনীতি ও নিয়ম-নীতি	৩৪
স্বপ্ন ভিন্ন ভিন্ন হলেও এর ব্যাখ্যা এক	৩৭
স্বপ্ন এক হলেও তার ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন	৩৮
ব্যাখ্যা'র ক্ষেত্রে কিছু দিকনির্দেশনা	৪২
স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর বক্তব্য	৪৫
কে দেবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা?	৪৭

ব্যাখ্যা এতটা সহজ নয়.....	৫০
তাবীরের ব্যবসা	৫২
ব্যাখ্যাকারদের জন্য কিছু আদব	৫৪
স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানে সতর্কতা.....	৫৬
স্বপ্নে মৃত ব্যক্তি দেখার ব্যাখ্যা.....	৫৯
একজন মানুষ নিজেই তার স্বপ্নের ইশারা বুঝতে পারে	৬১
ভালো স্বপ্নের বাস্তবায়ন কিছুটা দেরিতেই হয়	৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা.....	৬৪
স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য করণীয়-বর্জনীয় বিষয়াদি.....	৬৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে রাসূল ﷺ এর দর্শন লাভ	৭২
স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ কে দেখার উপায়.....	৭৩
স্বপ্নে রাসূল ﷺ কে কোন কোন আকৃতিতে দেখা যায়?	৭৫
স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ কর্তৃক কোনো আদেশ-নিষেধ	৭৫
নোট	৭৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরআনের আলোকে বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা	৭৮
১. স্বপ্নে কাঠ দেখা:	৭৮
২. স্বপ্নে পাথর দেখা:	৭৮
৩. স্বপ্নে গোশত খেতে দেখা:	৭৯
৪. স্বপ্নে পানি দেখা:	৮০
৫. স্বপ্নে ঘুমাতে দেখা:	৮১

୬. শাক-সবজি-তরমুজ-রসুন-মসুর ডাল ও পেঁয়াজ দেখা:.....	୮୨
୭. স্বপ্নে গাছ দেখা:.....	୮୨
୮. স্বপ্নে বাগান দেখা:.....	୮୩
୯. স্বপ্নে ডିମ দেখা:.....	୮୪
୧୦. স্বপ্নে কাপড় দেখা:.....	୮୪
୧୧. স্বপ্নে আলୋ (ନୂର) দেখା:.....	୮୫
୧୨. স্বପ୍ନେ ଆକାଶ ଦେଖା:.....	୮୫
୧୩. স্বପ୍ନେ ଦରଜା ବନ୍ଧ କରତେ ଦେଖା:.....	୮୫
୧୪. স্বପ୍ନେ ଦୁର୍ଗ ଦେଖା:.....	୮୬
୧୫. স্বପ୍ନେ ଶତ୍ରୁର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରତେ ଦେଖା:.....	୮୬
୧୬. ସ୍ୱପ୍ନେ ଅଜଗର ସାପ ଦେଖା:.....	୮୭
୧୭. ସ୍ୱପ୍ନେ ହାତି ଦେଖା:.....	୮୭
୧୮. ସ୍ୱପ୍ନେ ବାଘ ଥେକେ ପଳାୟନ କରତେ ଦେଖା:.....	୮୮
୧୯. ଚତୁଷ୍ପଦ ଜନ୍ତର ସାଥେ କଥା ବଳତେ ଦେଖା:.....	୮୯
୨୦. ମାଆ ନତ କରେ ଥାକତେ ଦେଖା:.....	୮୯
୨୧. ସ୍ୱପ୍ନେ ସାପ ଘାଡ଼େର ଉପର ଥାକତେ ଦେଖା:.....	୯୦
୨୨. ସ୍ୱପ୍ନେ ନିଜେକେ ବୋବା ଦେଖା:.....	୯୦
୨୩. ସ୍ୱପ୍ନେ ହାସତେ ଦେଖା:.....	୯୧
୨୪. ସ୍ୱପ୍ନେ ଊଁଚୁ ଆଠ୍ୟାଜେ କଥା ବଳତେ ଦେଖା:.....	୯୧
୨୫. ସ୍ୱପ୍ନେ ଝଟି ଦେଖା:.....	୯୨
୨୬. ସ୍ୱପ୍ନେ ଖେଜୁର ଥେକେ ବୀଜ ବେର କରତେ ଦେଖା:.....	୯୨
୨୭. ସ୍ୱପ୍ନେ ଭେଜା ଖେଜୁର ଦେଖା:.....	୯୩
୨୮. ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖା ସାଲାମ ସମ୍ବନ୍ଧେ:.....	୯୩
୨୯. ସ୍ୱପ୍ନେ ନଫଲ ନାମାଜ ପଢ଼ତେ ଦେଖା:.....	୯୪
୩୦. ସ୍ୱପ୍ନେ ଦୁଆ କରତେ ଦେଖା:.....	୯୪

৩১. স্বপ্নে জিকর করতে দেখা:	৯৫
৩২. স্বপ্নে ইসতেগফার করতে দেখা:	৯৫
৩৩. স্বপ্নে তাসবিহ পাঠ করতে দেখা:	৯৬
৩৪. স্বপ্নে তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করতে দেখা:	৯৬
৩৫. স্বপ্নে তামহিদ (আলহামদুলিল্লাহ) পাঠ করতে দেখা:	৯৬
৩৬. স্বপ্নে যাকাত দিতে দেখা:	৯৭
৩৭. স্বপ্নে জিহাদ করতে দেখা:	৯৭
৩৮. স্বপ্নে কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখা:	৯৮
৩৯. স্বপ্নে বিয়ে করতে দেখা:	৯৮
৪০. স্বপ্নে কোনো কিছু বন্ধক রাখতে দেখা:	৯৯
৪১. স্বপ্নে কর্জ হাসানা দেওয়া:	৯৯
৪২. স্বপ্নে নিজেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখা:	১০০
৪৩. নাশতা খেতে আহ্বান করতে দেখা:	১০০
৪৪. স্বপ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখা:	১০০
৪৫. স্বপ্নে মাল খরচ করতে দেখা:	১০১
৪৬. স্বপ্নে মীমাংসা করতে দেখা:	১০১
৪৭. দরিদ্র ও অভাবী দেখা:	১০২
৪৮. স্বপ্নে ভয় পাওয়া:	১০২
৪৯. স্বপ্নে সত্যকে অস্বীকার করা:	১০২
৫০. স্বপ্নে পাপের স্বীকারোক্তি:	১০৩
৫১. স্বপ্নে লুকিয়ে, চুপিচুপি কথা শোনা:	১০৩
৫২. স্বপ্নে ভালো কথা শোনা:	১০৩
৫৩. স্বপ্নে নিজের প্রশংসা নিজে করা:	১০৪
৫৪. স্বপ্নে লোকদের থেকে আত্মগোপন করা:	১০৪
৫৫. স্বপ্নে লাকড়ি জমা করা:	১০৫

৫৬. স্বপ্নে কসম করা:	১০৫
৫৭. অহংকার ও বীরত্ব করা:	১০৬
৫৮. স্বপ্নে ক্ষমা করতে দেখা:	১০৭
৫৯. স্বপ্নে শব্দ গণনা:	১০৭
৬০. স্বপ্নে বিপদে সবার করা:	১০৮
৬১. স্বপ্নে মৃত্যু দেখা:	১০৮
৬২. স্বপ্নে পুনরুত্থান দেখা:	১০৮
৬৩. স্বপ্নে নেশা করতে দেখা:	১০৯
৬৪. স্বপ্নে কোনো কাজ অতি সহজলভ্য দেখা:	১০৯
৬৫. কুড়িয়ে পাওয়া সম্ভানকে লালন-পালন করতে দেখা:	১১০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হাদীসের আলোকে বিভিন্ন স্বপ্নের ব্যাখ্যা	১১২
১. স্বপ্নে চাবি দেখা:	১১২
২. স্বপ্নে দুধ দেখা:	১১২
৩. স্বপ্নে জামা-কাপড় দেখা:	১১৪
৪. সবুজ রং ও সবুজ বাগান দেখা:	১১৫
৫. স্বপ্নে হাতল কিংবা আংটায় ঝুলতে দেখা:	১১৬
৬. স্বপ্নে রেশমি কাপড় দেখা:	১১৭
৭. স্বপ্নে আবদ্ধ বা বন্দি দেখা:	১১৭
৮. স্বপ্নের মধ্যে প্রবাহিত বারনা দেখা:	১১৯
৯. স্বপ্নে আরাম করতে দেখা:	১২০
১০. স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা:	১২১
১১. স্বপ্নে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করা:	১২২
১২. নিজের পান করার বাকি/ঝুটা পানি অন্য কাউকে দেওয়া:	১২৩

১৩. স্বপ্নে নিরাপদ মনে হওয়া ও ভীতি দূর হয়ে যাওয়া দেখা:	১২৩
১৪. স্বপ্নে পিয়াল দেথা:	১২৫
১৫. স্বপ্নে উড়তে দেখা:	১২৬
১৬. কাঁচের পাত্র দেখা:	১২৭
১৭. স্বপ্নে ঘোড়া দেখা:	১২৭
১৮. স্বপ্নে পাহারা দিতে দেখা:	১২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ



স্বপ্ন কী?

স্বপ্ন কী—এ নিয়ে রয়েছে অনেক জনের অনেক অভিমত। অনেকে মনে করে, স্বপ্ন শুধু চিন্তাভাবনার প্রতিফলন, যা কেবল ধারণাপ্রসূত হয়ে থাকে। আবার অনেকে মনে করে, এটা মানসিক চাপের ফসল। মোটকথা, স্বপ্ন নিয়ে অনেকেই অনেক ধরনের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন। প্রাচীন ডাক্তাররা বলেন—মানুষের মন-মগজে যে জিনিসের প্রভাব বেশি থাকে, সে জিনিসের সাদৃশ্য বিষয়াবলি অন্তরে স্বপ্ন রূপে হাজির হয়। দার্শনিকদের মতে পৃথিবীতে যে সকল ঘটনাবলি প্রকাশিত হয়, সেগুলোর প্রতিকৃতি ছবির মত উর্ধ্বজগতে অঙ্কিত থাকে আর তার সামনে এগুলোর কোনোটি ভেসে উঠলে তার প্রতিবিশ্ব দেখতে পাওয়া যায়—এটাই মূলত স্বপ্নের বাস্তবতা। এদিকে হাকিম আরাসতুর বক্তব্য হলো—মানুষ যা কিছু স্বপ্নে দেখে, সেগুলো হলো তারই মনের ভেতর শক্ত অনুভূতির কল্পনাপ্রসূত আকৃতি সমূহ। একজন বিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তার মতে স্বপ্ন হলো, মানুষের মনের সুপ্ত আশা-প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ।

আল্লামা তাকী উসমানি দা. বা. বলেন—প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নের বাস্তবতা সম্পর্কে যতগুলো দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তার সবই অনুমাননির্ভর। মনোবিজ্ঞান আজ পর্যন্ত অকাট্যভাবে স্বপ্নের বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় নি। আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হেকমতের উপর যাদের বিশ্বাস রয়েছে, তাদের রাস্তা সহজ ও সুস্পষ্ট। তা হলো—আল্লাহ তাআলা যুমন্ত ব্যক্তির সামনে কেবল কিছু আকৃতি সৃষ্টি করে থাকেন, তবে অক্ষম মানুষের জন্য আল্লাহর সৃষ্টির প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন এবং তার হেকমত ও রহস্য উদ্ঘাটন করার কোনো রাস্তা নেই। (ফয়যুল হাদি, দারসে তিরমিযী)

আল্লামা মাজুরী রহ. বলেন— স্বপ্ন আসলে সেইসব চিন্তার নাম, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এবং তা ঐ জাগ্রত ব্যক্তির চিন্তার ন্যায়, যা সে চিন্তা করে। আর ঘুম ও জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মনে চিন্তা সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (মিরকাতুল মাফাতিহ)

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন হলো তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। যা আমরা রাসূল ﷺ এর হাদীস থেকেই জানতে পারি—

১. ভালো স্বপ্ন—যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাকে স্বপ্ন দেখান। আর এটাকেই রাসূল ﷺ বলেছেন—তা নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

২. খারাপ স্বপ্ন—যা শয়তানের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ, শয়তান বিভিন্ন অমূলক প্ররোচিত খারাপ স্বপ্ন দেখায়। এর মাধ্যমেই শয়তান মানুষকে চিন্তিত ও খেল-তামাশায় লিপ্ত করার চেষ্টা করে।

৩. নিজ স্বপ্ন—যা মানুষের চিন্তা-ভাবনার ফসল। অর্থাৎ, মানুষ যা কল্পনা করে, তা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন রূপে হাজির হয়। এর মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন বিষয়গুলোও উঠে আসে। যেমন: কোনো মানুষের কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাওয়ার অভ্যাস। সেসব সময় উক্ত সময়েই খাবার খায়। তো, সে যদি ঐ সময়ে ঘুমিয়ে যায়, তখন এই খাওয়াটা তার স্বপ্নে এসে হাজির হয়। অর্থাৎ, সে তখন স্বপ্ন দেখে আমি খাবার খাচ্ছি। এ ছাড়া, কেউ যখন কাউকে খুব বেশি মহব্বত করে, বা কাউকে খুব বেশি ভয় পায়, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি-দ্বয় যখন তার চিন্তা-ভাবনায় জায়গা করে নেয়—তখন সে স্বপ্নে তাদের দেখতে পায়।

মোদ্দা কথা— স্বপ্ন মূলত এই তিন প্রকারের সমষ্টি। এর বাইরে স্বপ্নের কোনো সংজ্ঞা নেই। উপরোল্লিখিত, এই তিন প্রকারের নাম-ই স্বপ্ন; এর বাইরে স্বপ্নের কোনো অস্তিত্ব নেই। যদিও স্বপ্নের সংজ্ঞায় এই তিন প্রকার-ই শামিল, তবে এখান থেকেও

কেবল প্রথমটি তথা: الرؤية الصالحة (ভালো স্বপ্ন)—যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তার-ই তাবীর (ব্যাখ্যা) হয়ে থাকে। বাকি দুই প্রকার স্বপ্নের কোনো তাবীর (ব্যাখ্যা) নেই।

ঘুমের ঘোরে মানুষ স্বপ্নের জগতে প্রবেশ করে। বিচরণ করে স্বপ্ন নামক জগতে। এমন কোনো মানুষ নেই, যারা স্বপ্ন দেখে না। দিন হোক বা রাত, যে-কোনো সময়-ই মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে—শুধু ঘুমালেই হয়।

কেউ দেখে ভালো স্বপ্ন, কেউ দেখে খারাপ। স্বপ্নের মধ্যে কেউ হাসে, কেউ কাঁদে। কেউ খুশি হয়ে যায়, আর কেউ হয়ে যায় চিন্তিত। স্বপ্নে কেউ পায় স্বস্তি, আর কেউ পায় ভয়। স্বপ্ন—কখনো নিয়ে আসে সুসংবাদ, আবার কখনো দুঃসংবাদ। মোটকথা, স্বপ্ন সবার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ে। সবার সামনেই হাজির হয় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও বিষয় নিয়ে।



স্বপ্নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অনেকের কাছে স্বপ্ন কেবল মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার প্রতিচ্ছবি। অনেকের কাছে স্বপ্ন নিছক একটি ঘটে যাওয়া ঘটনাই। তাদের কাছে স্বপ্নের কোনো তাৎপর্য নেই। আসলেই কি তাই? স্বপ্নের কোনো তাৎপর্য ও গুরুত্ব নেই? আসুন দেখি ইসলাম স্বপ্নের ব্যাপারে কী বলে? স্বপ্নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে সঠিক ধারণা নিয়ে নিই...

১. স্বপ্ন হচ্ছে ওহির সূচনা:

ওহির সূচনা হয় স্বপ্নের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে বুখারী শরিফের বাবুল ওহিতে একটি হাদীস এসেছে, আর তা হলো—

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَوْلَ مَا بُدِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ.

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাযি। থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওহি আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন, তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো।^১

এই হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়, রাসূল ﷺ এর কাছে সর্বপ্রকার যে ওহি আসে, তা ছিল স্বপ্নযোগে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর মতো প্রকাশিত হতো। অর্থাৎ, তা খুবই সুস্পষ্ট। তা বাস্তবে ঘটত।

^১ সহিহ বুখারী, হাদীস নং- ২

আম্বিয়ায়ে কেরামের স্বপ্ন ওহির সমতুল্য। তাদের স্বপ্ন সত্য। তাদের স্বপ্নের গুরুত্ব অনেক। আপনারা জানেন, হযরত ইব্রাহিম আ: কেবল স্বপ্নযোগে তাঁর সন্তান (ইসমাইল আ:) -কে কুরবানি করার নির্দেশ পান। কুরআনে বর্ণিত আছে—

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبْنِيَ لِىْ اِنْ اَرَىْ فِى الْمَنَامِ اِنِّىْ اَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

অতঃপর সে যখন তাঁর পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইব্রাহীম আ: বললেন, ‘বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন বলো, তোমার অভিমত কী? তিনি বললেন, ‘হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।’

দেখুন, স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আ: কে কুরবানি নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে ইব্রাহিম আ: স্বপ্নকে রবের নির্দেশ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। অতঃপর, স্বপ্নের মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশ পালনে তিনি তাঁর আদরের সন্তান ইসমাইল আ: কে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত নেন। অতঃপর, কুরবানি করার জন্য ছুরি চালান।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নবী রাসূলদের স্বপ্ন কেবল সাধারণ স্বপ্ন নয়; তাদের স্বপ্ন ছিল ওহির সমতুল্য।

২. মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ:

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ " رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ
الْنُّبُوَّةِ ". رَوَاهُ ثَابِتٌ وَحَبِيبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ
أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২ সূরা সাফফাত, আয়াত- ১০২

আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত—রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
মু'মিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।^৩

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, মুমিনের স্বপ্নের গুরুত্ব অনেক। যদি গুরুত্ব না থাকত, তবে স্বপ্নকে রাসূল ﷺ নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলে আখ্যা দিতেন না। তবে মনে রাখতে হবে, মুমিনের স্বপ্ন **عَيْنِ نُبُوءَاتٍ** নয়; এটা কেবল নবুয়তের একটি অংশ। নবি-রাসূলদের স্বপ্ন শরিয়তের হুজ্জাত (দলিল) হিসেবে গণ্য হলেও, মুমিনের স্বপ্ন শরিয়তের হুজ্জাত নয়; তবে মুমিনের স্বপ্নও গুরুত্বপূর্ণ।

আর তা ছাড়া, আল্লাহ তাআলা বলেছেন— নবুয়ত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু **مُبَشِّرَاتٍ** (সুসংবাদ) বাকি থাকবে। এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে—

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَمْ يَنْبَغْ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি। সু-সংবাদ বহনকারী বিষয়াদি ব্যতীত নবুয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সু-সংবাদ বহনকারী বিষয়াদি কী? তিনি বললেন, ভালো স্বপ্ন।^৪

এ হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়— নবুয়তের ধারা বন্ধ হয়ে গেলেও, সুসংবাদ এখনও আসে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে স্বপ্নের মাধ্যমে সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা দিয়ে থাকেন।

সুতরাং, এর দ্বারা বুঝা যায়, স্বপ্নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক।

^৩ সহিহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৯৮৮

^৪ সহিহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৯৯০



ভালো ও খারাপ স্বপ্ন

এক

মানুষ স্বপ্ন দেখে। আর সেই স্বপ্নে থাকে ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ। একই ঘুমে মানুষ হরেক রকম স্বপ্ন দেখে। এমনও হয়, মানুষ এক ঘুমে তিন প্রকারের স্বপ্নের সাথেই সাক্ষাৎ করে। অর্থাৎ, আল্লাহ'র পক্ষ থেকে স্বপ্ন, শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন ও মানুষের চিন্তা-ভাবনার স্বপ্ন—সবগুলো এক ঘুমেই দেখে ফেলে।

ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্নগুলোর মধ্য থেকে কিছু স্বপ্ন ভালো—যা মানুষের মনে আনন্দ তৈরি করে। কিছু স্বপ্ন খারাপ—যা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে। কিছু স্বপ্ন একদম স্বাভাবিক—যা মস্তিষ্ককে নাড়াতে পারে না। অর্থাৎ, কী দেখছে-না-দেখছে—তা নিয়ে ভাবার প্রয়োজন হয় না।

আসুন, এবার ভালো, মন্দ ও স্বাভাবিক স্বপ্ন নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করি—

ভালো ও সত্য স্বপ্ন: যাকে, الرؤية الصادقة এবং الرؤية الصالحة বলা হয়। এটি এমন একটি স্বপ্ন, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত। এই স্বপ্ন আমাদের সুসংবাদ প্রদান করে। এজন্য, এ রকম স্বপ্ন দেখলে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

এ ব্যাপারে নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেন—ভালো স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ভালো স্বপ্ন দেখবে, তখন তার উচিত হামদ ও সানা পড়া।^৬

^৬ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং - ৩৯০৮

অপর একটি হাদীসে এসেছে—ভালো স্বপ্ন দেখলে আনন্দিত হওয়া উচিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—যদি কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে, তখন তার উচিত খুশি হওয়া।^৬

ভালো স্বপ্ন কীভাবে দেখা যায়?

হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মধ্য থেকে তার স্বপ্ন অধিক সত্য, যে সবচেয়ে বেশি সত্য। (৩) অর্থাৎ, যে সর্বদা সত্য কথাই বলে; মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। সুতরাং, ভালো স্বপ্ন দেখার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে সত্যতা নিজের মধ্যে ধারণ করা। এ ছাড়া, অজু অবস্থায় রাত্রি যাপন করা, ডান কাতে শোয়া এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ভালো স্বপ্নের জন্য দু'আ করা।

মন্দ স্বপ্ন:

মন্দ স্বপ্ন—যা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে। মানুষকে চিন্তিত ও বিষণ্ণ করে তুলে। অনেক সময় এই স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে মানুষ পাগলপ্রায় হয়ে যায়। কেমন যেন হয়ে যায়। পাগলের মত এর ব্যাখ্যা খুঁজতে থাকে। যতক্ষণ না ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাঝে স্বস্তি আসে না (সবাই এ রকম করে না)। এমতাবস্থায় ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একপর্যায়ে বিভিন্ন কবিবিরাজের শরণাপন্ন হয়। এদিকে কবিবিরাজ, তার তবীরের (ব্যাখ্যা করার) যোগ্যতা থাকুক বা-না-থাকুক, তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে রাখতে যে-কোনো একটা ব্যাখ্যা তাকে শুনিতে দেয়। তবে, সেখানেও কবিবিরাজ তার স্বার্থ উদ্ধার করে। অর্থাৎ, তাকে এই মন্দ স্বপ্নের ভীতিকর ব্যাখ্যাই প্রদান করে। অথচ, খারাপ স্বপ্নেরও অধিকাংশ সময় বিপরীত (ভালো) ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু, কবিবিরাজ ভালোর বিপরীত মন্দ ব্যাখ্যাই প্রদান করে। কেননা সে জানে, তার মধ্যে ভয় কাজ করলেই সে বারবার আমার কাছে ফিরে আসবে। এজন্যই সে এ রকম ব্যাখ্যা প্রদান করে, যেন পরবর্তী সময়ে আপনি বারবার তার কাছে ছুটে যান এবং তাকে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করেন।

যাহোক, পূর্বেই আলোচনা করেছি—এ রকম স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে আর এ ধরনের স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা হয় না। সুতরাং, এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই।

^৬ সুন্নে দারিমি, হাদীস নং- ২১৪৪

ঘুমের ঘোরে বাজে স্বপ্ন দেখে না—এমন মানুষ খুব কমই রয়েছে। কমবেশি আমরা সবাই বাজে স্বপ্ন দেখে থাকি। অনেক সময় এই বাজে স্বপ্নটাই আমাদের মাঝে ভীতি সঞ্চার করে। আমরা তখন ঘুম থেকে উঠে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাই। কী করব বুঝে উঠতে পারি না।

আসুন, এবার জেনে নিই, এ রকম মন্দ ও ভীতিকর স্বপ্ন দেখলে তাৎক্ষণিক আমাদের কী করা উচিত—

১. খারাপ স্বপ্ন দেখলে তা থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।
২. বাম দিকে তিনবার থুতু নিক্ষেপ করবে।
৩. স্বপ্ন দেখার পর জাগ্রত হয়ে গেলে, পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করবে। সম্ভব হলে স্বপ্নের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে।^১
৪. সে স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করবে না; বরং নিজের কাছেই রেখে দেবে।

দুই

খারাপ স্বপ্ন কারও নিকট বর্ণনা না করার রহস্য:

১. যেহেতু এ- ধরনের স্বপ্ন অনির্ভরযোগ্য এবং তা শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রক্ষেপণ। তাই, তার কোনো দাবিও নেই, ব্যাখ্যাও নেই। যে-ই স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা নেই, সেই স্বপ্নের কথা কারও কাছে বর্ণনা না করাই যুক্তিযুক্ত।
২. এ- ধরনের স্বপ্নের কথা কারও কাছে বর্ণনা করলে শ্রোতা বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে সে তার তাবীর (ব্যাখ্যা) করবে। তখন তার অযাচিত অনির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা শুনে অহেতুক মন বিষণ্ণ ও চিন্তিত হবে। একপর্যায়ে সেই স্বপ্নদ্রষ্টা না বুঝে কুলক্ষণ

^১ জামে' তিরমিযী, হাদীস নং- ২২৭০

রাসূল ﷺ বলেছেন—তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলে, তিনবার আল্লাহ'র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে যে দিকে কাৎ হয়ে শুয়েছিলো তা যেন পরিবর্তন করে। (সহিহ মুসলিম, হাদীস নং- ২২৬১)

গ্রহণ করবে। আর এসব শরিয়তে ইসলামীতে নিষিদ্ধ। তাই এ ধরনের স্বপ্নের কথা বর্ণনা না করাই উত্তম।

৩. আল্লামা নববী রহ. বলেন—যার কাছে স্বপ্নটি বর্ণনা করা হবে, সে বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে যে-ই স্বপ্নের একটি ব্যাখ্যা প্রদান করবে, তখন সম্ভাব্য বিষয়টিও অসম্ভব হয়ে যায়। অর্থাৎ, ভালোটাও মন্দে পরিণত হয়।

৪. খারাপ স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করলে সে যদি এমনি এমনি কোনো একটা ব্যাখ্যা করে বসে, তবে সেটাই সংঘটিত হবে—যা সে মনে মনে ব্যাখ্যা করেছে। হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয়, তা সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়। যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্বপ্ন দেখবে, তখন তা ভালো আলেম, এবং কল্যাণকামী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও কাছে বর্ণনা করবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন— স্বপ্ন হচ্ছে উড়ন্ত পাখির ন্যায়, (অর্থাৎ এটা ভালো মন্দ উভয় টার সম্ভাবনা রাখে) যতক্ষণ না তার ব্যাখ্যা করা হয়। যখন একটি ব্যাখ্যা করা হয়, তখন সেটাই বাস্তবায়িত হয়।



স্বপ্ন তো বুলন্ত

স্বপ্ন যে পাখির ন্যায়, সেটা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে এরই প্রাসঙ্গিক অন্য একটি হাদীস নিয়ে কিছু আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ—

আবু রাযীন আল-উকাইলী রাযি। থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্নের ব্যাপারে যে পর্যন্ত আলোচনা করা না হয়, সে পর্যন্ত এটা পাখির পায়ে (বুলে) থাকা জিনিসের মতো। আলোচনা করার সাথে সাথে তা যেন পা হতে পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এ কথাটুকুও বলেছেন—আর স্বপ্ন-দ্রষ্টা ব্যক্তি যেন জ্ঞানী ব্যক্তি অথবা পছন্দনীয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও নিকট স্বপ্নের ব্যাপারে আলোচনা না করে।^৮

লক্ষ করে দেখুন—এখানে স্বপ্নকে পাখির পায়ের বুলন্ত বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে, আসুন, হাদীসের ব্যাখ্যাটাও জেনে নিই—

এই হাদীসের ব্যাখ্যা হলো—যেমনিভাবে পাখিরা কোনো এক স্থানে স্থির থাকে না। নড়াচড়া করতে থাকে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে বসে। তার কোনো স্থিরতা নেই। ঠিক তদ্রূপ, পাখির পায়ে অবস্থিত বস্তুরূপের স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। অর্থাৎ, যে-কোনো সময় খুলে যেতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে স্বপ্নেরও কোনো স্থায়িত্ব ও স্থিততা নেই। এর তাবীর (ব্যাখ্যা) করা হলে দ্রুত তা-ই প্রতিফলিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, যে-রূপ তাবীর (ব্যাখ্যা) করা হয়, সেরূপই বাস্তবায়িত হয়ে যায়। এজন্যই “মাজমাউল বিহার” গ্রন্থে এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো তা-ই, যা তার প্রথম ব্যাখ্যাকারক দিয়ে থাকেন।

^৮ জান্নে' আত-তিরমিজি, হাদীস নং- ২২৭৮

আল্লামা গাঙ্গুহি রহ. এর মতে প্রবাদটির ব্যাখ্যা হলো—স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারদের কোনো ব্যাখ্যাই স্থিত হয় না, যেভাবে পাখির পায়ে স্থিত বস্তুর কোনো স্থিরতা নেই। অর্থাৎ, কেউ একটি ব্যাখ্যা করার পর অন্য কেউ সেই স্বপ্নের অন্য কোনো ব্যাখ্যা করে, প্রথম ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা ভুল প্রতিপন্ন করতে চায়। কিন্তু, একপর্যায়ে যখন প্রথম ব্যাখ্যাই বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তখন তার প্রতি তার মন স্থিত হয়ে যায়।

আল্লামা তীবী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—এটি একটি প্রবাদ বাক্য, যাতে স্বপ্নকে ওই পাখির পায়ে রক্ষিত বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উপরে এবং সামান্য নড়াচড়াতেই তার পায়ে রক্ষিত বস্তুটি নিচে পতিত হয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ স্বপ্নও ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে বাস্তবায়িত হয়ে যায়।



স্বপ্ন ও বাস্তবতা

এক

স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য কী?

এটা তো সত্য যে, আমরা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিস এবং প্রাণীদের দেখতে পাই; অনুভব করতে পারি। এগুলোর মাধ্যমে আমরা শুনতে পারি, ছুঁতে পারি, স্বাণ নিতে পারি। এদিকে স্বপ্ন যদিও কাল্পনিক, তবে বাস্তবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, এ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার স্বপ্নেও হয়। যেন স্বপ্নের উপাদানগুলো বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনার মতোই অনুভব করা যায়। বেশির ভাগ স্বপ্ন যেহেতু বিভিন্ন বস্তু বা জিনিস দেখার সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু কখনো কখনো স্বপ্নের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ শব্দ ঐ বস্তুর জন্য গঠিত হতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি স্বপ্নের ক্ষুদ্রতম অংশ একটি বস্তু বা একটি প্রাণী স্পর্শ বা তার নিজের শারীরিক ব্যথা অনুভব করার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।*

বাস্তব জীবনে অনেক ঘটনা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় এবং দৃশ্যগুলো একের পর এক পরিবর্তন হয়। কিন্তু স্বপ্নের সেইসব ঘটনা আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত থাকবে—বিষয়টি এমন নয়। যেমন, আমরা যখন চোখ খুলি তখন আমাদের কিছু স্বপ্ন মনে পড়ে এবং বেশির ভাগই মনে থাকে না। যাহোক, বাস্তব জীবন হোক বা স্বপ্নের রাজ্য, ঘটনার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অবশ্যই বৃদ্ধি পায়। এজন্যই, বিশেষজ্ঞরা বলেন স্বপ্ন দেখা ভালো; না দেখা ক্ষতিকর।

কখনো কখনো আমরা বাস্তব জীবনে কিছু করতে পারি না, কিন্তু একই জিনিস স্বপ্নে আমরা সহজেই করতে পারি এবং কেউ কেউ এটিকে বাস্তবেও প্রয়োগ করে। যেমন: “ধরেন অমুক এলাকার অমুক লোকদের সাথে একজনের বিবাদ চলছে। কোনো ভাবেই তাদের সাথে মীমাংসা হচ্ছে না। যার ফলে চাইলেও সে তাদের এলাকায় যেতে

* Hartmann, ২০০৫

পারছে না। হঠাৎ একদিন সে স্বপ্ন দেখল, সে তাদের এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ তার শত্রুরা তাকে দেখছে, কিন্তু কিছু করতে পারছে না।” দেখেন, সে কিন্তু বাস্তবে সেখানে যেতে পারছে না, কিন্তু স্বপ্নে ঠিকই ঘুরে আসছে। আর এটা শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আর এই ধরনের জিনিস প্রায় সৃজনশীল মানুষদের সাথেই বেশি ঘটে। আর যাইহোক, কোনো অবস্থাতেই আমরা স্বপ্নকে শুধু স্বপ্ন বলে বাস্তব থেকে আলাদা করতে পারি না। তাই, স্বপ্নও আমাদের বাস্তব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সবচেয়ে খারাপ যুক্তি হলো, একজন মানুষ যখন স্বপ্ন দেখছে, তখন সে কি বলতে পারবে যে, সে সত্যিই স্বপ্ন দেখছে? (এই অধ্যায়ের কিছু অংশ জনাব ফাওয়াদ বেগের লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে)

বেশির ভাগ মানুষ আট ঘণ্টা ঘুমায়ে। এই আট ঘণ্টায় মানুষ কতগুলো স্বপ্ন দেখে, তার কোনো হিসেব নেই। স্বপ্নে সে এই সময়টুকুতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে ঘুরে আসে। এক ঘুমে সে বিভিন্ন বস্তুর, বিভিন্ন জায়গার, বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়।

যখন কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন ঘুমের মধ্যে সংঘটিত সেই স্বপ্নগুলো কারও স্মরণে থাকে, আবার কারও থাকেও না। কখনো কখনো জাগ্রত হওয়ার পর, হুবহু সেই ঘটনা তার স্মৃতিপটে এসে যায়। আবার, কখনো কখনো বারবার চেষ্টা করেও সংঘটিত সেই স্বপ্নের ঘটনা কোনোভাবেই স্মরণে আসতে চায় না।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা ভালো। কেননা, স্বপ্ন দেখার মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা স্বচ্ছ হয়। চাই, ঘটিত সেই স্বপ্ন স্মরণে থাকুক বা না থাকুক।

জানেন কি?

আমরা যখন সজাগ থাকি তখন কেবল সেই অবস্থায়-ই থাকি। অর্থাৎ, স্থান, কাল, সময়ের মধ্যেই থাকি। কিন্তু, স্বপ্ন এমন—যা একজন মানুষকে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সর্বত্র থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। যখনই ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের জগতে চলে যাই, তখন আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সর্বত্র ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ দেখা যায়, একজন মানুষ স্বপ্নের মাধ্যমে তার অতীতে ফিরে গেছে। আবার দেখা যায়, ভবিষ্যতেও চলে গেছে।

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরি—এখানে ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষ ভবিষ্যতে চলে যায়। এখানে ভবিষ্যতের জ্ঞান, ভবিষ্যতে চলে যাওয়া—এসব বোঝানো হয়নি; এখানে ভবিষ্যৎ বলতে বোঝানো হয়েছে—আগে আগে করতে দেখা। যেমন: “আপনি অনেক দিন ধরে পরিকল্পনা করে রেখেছেন, ঢাকা যাবেন। এজন্য, ঢাকায় যাওয়ার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছেন। ঢাকায় রওনা হওয়ার সময় বাকি বেশ কিছুদিন। এরই মধ্যে কেটে গেল কতদিন, কতরাত। সেই অতিবাহিত রাতগুলোর মধ্য থেকে, যেকোনো এক রাতে ঘুমের মধ্যে দেখলেন—আপনি অলরেডি ঢাকায় চলে এসেছেন। ঢাকায় এসে এই এই কাজ করছেন—যা আপনি পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। স্বপ্ন দেখতে দেখতে, হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে যায় এবং সাথে সাথে স্বপ্নটাও।”

আচ্ছা এবার বলুন তো, এখানে কী বোঝানো হয়েছে? এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে, ভবিষ্যৎ বলতে ভবিষ্যতের জ্ঞান স্বপ্নের মাধ্যমে হাসিল হয় না; বরং মানুষ ভবিষ্যতে কোনো কিছু করতে চাইলে, সেটা নিয়ে মাথায় পরিকল্পনা সাজিয়ে রাখলে একপর্যায়ে সেটাই আগাম স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায়। আর এটা সম্ভবও বটে। আর এ রকমটা অনেকের সাথে হচ্ছেও।

আবার স্বপ্নের মাধ্যমে অতীতেও ফিরে যাওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায়, আপনি আমি বহু বছর আগে এমন একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছি, যা পরবর্তী সময়ে আজকাল স্বপ্নের মাধ্যমে তা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ, হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখলেন, আপনি অমুক কাজটি করছেন। অতঃপর ঘুম ভেঙে গেল। আর মনে হলো, আরে এই কাজটা তো আমি বহু বছর আগেই করেছিলাম।

দুই

স্বপ্ন এবং বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ক কী? আমরা যদি এই বিষয়টি বিবেচনা করি, তাহলে আমরা জানতে পারব যে, স্বপ্নে দেখা দৃশ্য, সংলাপ এবং ঘটনাগুলো আমাদের জাগ্রত জীবনের সাথে অনেকটাই সম্পর্কিত। এই বিষয়ে, স্বপ্ন গবেষণা বিশেষজ্ঞদের মতামত পরস্পর বিরোধী।

একজন অর্থোডক্সিস্ট—যিনি অনেকবার স্বপ্ন নিয়ে যত্নশীল অধ্যয়ন করেছেন, তিনি লিখেছেন—জাগ্রত জীবন, তার সমস্ত কষ্ট এবং আরাম সহ, স্বপ্নে পুনরাবৃত্তি হয়।

এমনকি, যখন আমাদের মন কোনো সমস্যা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে বা আমরা কোনো তিক্ত সমস্যায় আটকে থাকি বা কোনো কিছু করার ব্যাপারে আমাদের নার্ভাসনেস কাজ করে, তখন আমাদের আতঙ্ক, আমাদের স্বপ্নে যুদ্ধের দৃশ্য তৈরি করতে পারে। এইটা সে রকম, যে রকম—”ঘুমানোর সময় যদি একটি কম্বল আমাদের শরীরের কোনো অংশ বা সারা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন স্বপ্নে আমরা নিজেদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটতে দেখতে পাই! ঠিক তদ্রূপ, আমরা যদি বিছানায় পা ঝুলিয়ে শুয়ে থাকি, তবে স্বপ্নে আমরা এমন বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারি। অর্থাৎ, স্বপ্নে দেখব যেখানে আমরা একটি উঁচু দালান বা তাদের পাশে একটি বড়ো ঢাল থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছি। ঠিক একইভাবে, ঘুমানোর সময়, দৈবক্রমে আমাদের প্রভাব বালিশের নিচে পড়ে গেলে, আমরা স্বপ্নে নিজেকে পাথরের নিচে চাপা পড়তে দেখতে পারি।”

দেখুন, এখানে তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো। যেখানে স্বপ্নে ঘটে যাওয়া বিষয়কে বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্য দেওয়া হয়েছে। দেখানো হয়েছে, বাস্তবে এটা হয়েছে, তাই ওইটা স্বপ্নে এ রকম পরিস্থিতি তৈরি করেছে। অর্থাৎ, সে যদি তিক্ত সমস্যা ফেস না করত, তবে স্বপ্নে যুদ্ধের দৃশ্য তৈরি করত না। সে যদি বিছানায় শুয়ে পা বিছানার বাইরে ঝুলিয়ে না রাখত, তবে ঐসময় সে স্বপ্নে পড়ে যাওয়া দেখত না।

তো আশা করি এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, স্বপ্ন বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত। একটি আরেকটির সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, কেউ যদি বলে বাস্তবতার সাথে স্বপ্নের কোন সম্পর্ক নেই তবে তার কথা অগ্রহণযোগ্য।

আরেকটি বিষয়, স্বপ্ন যদিও বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত, তবে বাস্তবতা ছাড়াও স্বপ্নের অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ, সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন স্বপ্নও দেখে, যা বাস্তবতার সাথে কোনো দিক দিয়ে সম্পর্কিত নয়।